SHEETS

তারিখ 29 SEP 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

# বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট

আগামী বছর থেকে দেশের তিনশ' বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু হবে। এ সিদ্ধান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। মুক্তকণ্ঠে শনিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি এর প্রধান কারণ। সরকারেরও নানা কর্মসূচী রয়েছে আরও বেশীসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী বাড়ছে। প্রতি গ্রামে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার সহায়তা দিচ্ছে। এই কাজে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণও উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্বভাবতই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে আসছে এখন আরও বেশী বেশী ছাত্রছাত্রী। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীবৃত্তি চালুরও সুফল মিলছে। মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবকগণ উৎসাহী। ক্রমাগত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অনেক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান হয় না। শিক্ষা উপকরণ যোগানোর কাজও মোটেই সহজ নয়। স্থান সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপন কিংবা একই বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা যায়। তবে এ কাজ খুবই ব্যয়বহুল। সরকার চাইলেও বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের জন্য এক সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ দিতে পারবে না। এত অর্থ বাজেটে নেই। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই ডাবল শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রথম বছরে তিনশ' বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলায় সরকার সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা সরকারের এই মনোভাবকে স্বাগত জানাই। তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেবে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষকের স্বল্পতা। দুই শিফট চালানোর মত শিক্ষক নির্বাচিত তিনশ' বিদ্যালয়ে থাকার কথা নয়। একই শিক্ষক দিয়ে দুই শিফট চালাতে গেলে শিক্ষকদের যেমন কষ্ট হবে, তেমনি শিক্ষার মান কমে যাবে। তিনশ' বিদ্যালয়ে নতুন একদল শিক্ষক নিয়োগের কাজও সহজ নয়। আগামী শিক্ষা বছর শুরু হতে আর মাত্র তিন মাস বাকি রয়েছে। প্রতি বিদ্যালয়ে দশ জন করে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও তিন হাজার শিক্ষক প্রয়োজন। সরকারের এ প্রস্তুতি রয়েছে কিনা, আমাদের জানা নেই। যেহেতু সরকার এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের বেশিরভাগ বহন করে তাই শিক্ষকদের নিয়োগে তার ভূমিকা রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিগণ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন। যোগ্য ব্যক্তিরাই যেন এই তিনশ' বিদ্যালয়ে নিয়োগ পান, সেটা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে।

বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণে সহায়তা দেবে সরকার। এ কাজেও পরিকল্পনা দরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সীমাহীন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। জরুরিভিত্তিতে কাজ করার অজুহাতে তিনশ' বিদ্যালয়ের উন্নয়নের নামে যেন সরকারী অর্থের অপচয় না ঘটে।

ডাবল শিফট চালুর লক্ষ্যে বিদ্যালয় বাছাই করার ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়া দরকার। শুধু বিদ্যালয় পরিস্থিতি নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বিবেচনায় নিতে হবে। শিক্ষা সম্প্রসারণের একটি ভাল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেন সবকিছু তালগোল না পাকিয়ে যায়।